চিনিকলটি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বেশি বেশি আখ লাগান–এমডি মোশারফ হোসেন

সেচ সার যত্ন তিনে মিলে রত্ন ও পোকা দমন হাতে- নাতে কম খরচে সুফল তাতে,এ স্লোগানকে সামনে রেখে একর প্রতি আখের ফলন বৃদ্ধি ও গুনগত মানসম্পর্ন আখ উৎপাদনের লক্ষে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ শীর্ষক কর্মশালা ও কেরুর খামার দিবস ২০২৪ পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৯ জুন) সকাল সাড়ে ১০ টায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর কৃষি বিভাগের আয়োজনে আকন্দবাড়িয়া পরিক্ষা মৃলক খামারে এ খামার দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

এ খামার দিবসে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর মহাব্যাবস্থাপক জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়ার সভাপতিত্বে এ খামার দিবস অনুষ্ঠিত হয়। খামার দিবসে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন,এ সময় তিনি বলেন,আপনারা বেশি বেশি আখ লাগান আপনাদের আখের মৃল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামীতে আবার আখের মৃল্য বৃদ্ধি করা হবে। তাই এ বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান ঠিকিয়ে রাখতে হলে আখ চাষের কোন বিকল্প নেই।তাই ভালো জাতের বীজ রোপন করেন দেখবেন আপনারা লাভবান হচ্ছেন।তাই আখ চাষীদের কথা চিন্তা করে প্রতি টন ৬ হাজার টাকা করা হয়েছে। আখ চাষীদের কথা চিন্তা করে আমরা আধুনিক পদ্ধতিগতভাবে আখ চাষ করা হচ্ছে,এ ভাবে আখ চাষ করা হলে আপনারা বেশি লাভবান হবেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন,মহাব্যাবস্থাপক কারখানা সুমন কুমার শাহা, মহাব্যাবস্থাপক অর্থ আব্দুস সাত্তার,মহাব্যাবস্থাপক এ ডি এম ইউসুফ আলী, আকন্দবাড়িয়া পরিক্ষা মৃলক খামার ইনচার্জ দেলোয়ার হোসেন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, আখচাষী কল্যান সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সাধারন সম্পাদক আঃ বারী, আখচাষীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কেরুর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি হাফিজুর রাহমান হাফিজ, আফজালুল হক ধীরু, আব্দুল আওয়াল,শামীম হোসেন, প্রমুখ।

এ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কৃষি সম্পাসারন অধিদপ্তরের ডি জি এম

দর্শনায় কেরুর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের সভা

দর্শনা ঐতিহ্যবাহী কেরু চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সকাল দশটার দিকে কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলীর নেতৃত্বাধীন সূর্যসেনা শ্রমজীবী সংগঠনের অফিস প্রাঙ্গণে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সূর্যসেনা শ্রমজীবী সংগঠনে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও কল্যান ট্রাস্টের আহবায়ক (সিআইসি) হাফিজুল ইসলাম প্রধান আলোচক হিসাবে বক্তব্যে বলেন, সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কেরুর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের কল্যাণে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। এরই মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত ১৮ মাসের অর্জিত ছুটির বকেয়া অর্থ বাস্তবায়নের পথে।

তিনি বলেন কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ উক্ত সংস্থাটির নেতাকর্মীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আঠারো মাসের অর্জিত ছুটির বকেয়া অর্থ প্রদান করা হতে পারে। এছাড়া কর্তনকৃত সংরক্ষিত ৫% এর অর্থ ফেরত প্রদানের ও নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য বক্তারা দাবি রাখেন।

আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, সদস্য সচিব জুলফিকার হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম, দপ্তর সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, ক্যাশিয়ার আহমদ হোসেন, কার্যকরী সদস্য আব্দুল জলিল, আব্দুল হান্নান, আতিয়ার রহমান, একরামুল হক।

[redacted]

[redacted]

করেও পার পাচ্ছে চোর চক্র। কেরু প্রশাসনের দুর্বলতা না কি অন্য কোন গোপন কিছু আছে তা খতিযে দেখার দাবি সচেতন মহলের।

দর্শনা কেরুতে পন্য উৎপাদনে রেকর্ড মুনাফা অর্জন

দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমান্ঝলের একমাত্র অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানী শুধুমাত্র আখ থেকে চিনি, চিটাগুড়, বায়োফার্টিলাইজার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও উন্নত মানের দেশী – বিদেশী স্প্রিরিট লিকার উৎপাদন এবং বাজারজাত করে ২০২২/২৩ অর্থ বছরে ১”শ”কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে বলে জানিয়েছেন কতৃপক্ষ ।

তবে হাইব্রিড জাতের আখ উদ্ভাবন ও উৎপাদন ও আখচাষ বাড়ানো গেলে কেরু কোম্পানীতে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মোচন হবে বলে এলাকার আখচাষীরা জানালেন। ৯ মার্চ রবিবার চিনিকল সুত্রে জানা গেছে ৩ হাজার ৫শ ৭২ একর নিজস্ব জমি নিয়ে ১৯৩৮ সালে দর্শনায় কেরু এন্ড কোম্পানী লিমিটেড নামে একটি কমপ্লেক্স স্হাপিত হয়।

কেরুর নিজস্ব ২ হাজার ৪শ৫০ একর ও এলাকার আখচাষীদের আড়াই হাজার একর জমিতে আখচাষ শুরু করা হয়। কেরুর রসায়নবিদ আঃ হালিম জানান আখ থেকে চিনি বের করে নেয়ার পর, মোলাসেচ বা চিটাগুড়, ব্যাগাজ বা ছোবড়া ও প্রেসমাড বা গাদ নামে আরো ৩টি উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়।উপজাত দ্রব্য গুলো প্রক্রিয়া করে কান্ট্রি স্প্রিরিট লিকার,রেক্টিফাইট স্প্রিরিট, এক্সটা নিউট্রা এলকোহল, ডিনেচার্ড স্প্রিরিট, এবসুলিট এলকোহল তৈরি হয়।যা থেকে দেশী স্প্রিরিট ও ৯টি ব্রান্ডের বিদেশী ফরেন লিকার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, প্রেসমাড ও গাদের সাথে স্পেন্টওয়াস বা বর্জপানি দিয়ে বায়োফার্টিলাইজার উৎপাদন করা হয়। পরে বস্তাভর্তি বায়োসার ৫০ এম এল হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও ১৮০, ৩৭৫ ও ৭৫০ এম এল বোতলে লিকার স্প্রিরিট উৎপাদন করেন।ঐ বছরে ৩৯ লাখ ২০ হাজার বোতল ফরেন লিকার ও ২৬ লাখ লিটার কান্ট্রি স্প্রিরিট লিকার উৎপাদন করা হয়।

কেরুর উৎপাদিত পন্য বিক্রি করতে নিজস্ব ১৩টি ওয়্যার হাউজ ও ৩টি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সভাপতি আঃ হান্নান ও সাধারন সম্পাদক আঃবারি বলেন আখের মুল্য কিছুটা হলেও বেড়েছে, যার জন্য আখচাষ বাড়বে তবে চিনির বিক্রয় মুল্য বাড়িয়ে আখের মুল্য আরো একটু বাড়ানো দরকার। জি এম (প্রশাসন) শেখ মোঃ শাহাব উদ্দিন, বলেন আমরা উন্নত জাতের ও চিনি সমৃদ্ধ আখ চাষের উপর জোর দিয়েছি।যাতে করে চাষী ও মিল উভয়ই লাভবান হতে পারে। চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মো মোশারফ হোসেন বলেন ইতি মধ্যে আখের মুল্য বৃদ্ধি পাওয়াই আখচাষীদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়েছে ও আখের বীজতলা তৈরি প্রস্তুত বেড়েছে, আশা করা হচ্ছে এ বছর বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন এর নির্ধারিত টারগেট (ল্ক্ষমাত্রা) পুরন করতে সক্ষম হবো।

তিনি আরও বলেন, এ অচ্ঞলের চাষীরা আখ লাগালে সরাকারী ভাবে যে সারের রেট ২২ টাকা কেরু দিচ্ছে ১৬ টাকা যাতে করে কেরু চিনিকলটি সচল ভাবে চলে।এবং লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়।

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় ২৩০ টি পরিবারের মাঝে গতকাল রবিবার রাতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন বলেন বর্তমান বিশ্বে করোনা ভাইরাস গভীর ভাবে হানা দিয়েছে। অন্যন্য দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশেও এই করোনা ভাইরাস হানা দিয়েছে, যার কারণে সরকার বাংলাদেশের সব জায়গায় লকডাউন করে দিয়েছে ফলে অনেকে কর্মহীন হয়ে গেছে। অনেক গরীব অসহায় পরিবার আছে যারা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

এজন্য মানুষ মানুষের জন্য এটি চিন্তা করে আমি নিজে এবং বন্ধুদের সহযোগিতায় সমাজের ২৩০ জন কর্মহীন ও অসহায় মানুষদের মাঝে ঈদ পূর্ব সামান্য সাহায্য প্রদান করেছি আমার বন্ধুদের সহযোগিতায়।

প্রতিটি প্যকেটে ছিল চাল ৫ কেজি, ডাল ১ কেজি, আলু ১ কেজি, তেল ১ লিটার, পেঁয়াজ ১ কেজি, লবণ ১ কেজি, চিনি হাফ কেজি, সেমাই এক প্যাকেট ও একটা সাবান।

আয়োজনটা আমি এবং আমার বন্ধুদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে পেরে এবং কর্মহীন ও অসহায় গরীব মানুষকে সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত, সেই সাথে সমাজের সকল বিত্তবান শ্রেণির মানুষের কাছে আবেদন আপনারা এগিয়ে আসুন তাহলেই আমরা এই সংকট ময় যুদ্ধে জয়ী হতে পারবো।